Prakash Halder
Assistant Professor
Dept. of History, Chakdaha College
Topic- Town planning of Harappan Civilization
Sem- I, CC- I

হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

সিন্ধু নদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা কে কেন্দ্র করে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব 2600 তে ব্রোঞ্জ ধাতুর কারিগরি প্রয়োগকে ভিত্তি করে এবং কৃষকদের উদ্বৃত্ত উৎপাদন অবলম্বন করে ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নগরায়নের সূচনা হয়।হরপ্পা সভ্যতার প্রধান ও প্রসিদ্ধতম পরিচিতি তার এই নগর গুলির কারণে। মূলত হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্যায়ে এই নগরায়নের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রত্নতাত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা সিন্ধু নদের উপত্যাকা সহ এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদারো,হরপ্পা,ছানহুদড়ো,লোথাল,কালিবঙ্গান,বানওয়ালির মত উন্নতমানের নগর গুলি এই পর্বে গড়ে উঠেছিল।যেখানে বড় বড় ইটের তৈরি ইমারত,স্নানাগার,প্রশস্ত রাস্তা,পয়ঃপ্রণালী,শস্যাগার প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল।নগরগুলির গঠন ও বিন্যাস দেখে মনে হয় নগর পরিকল্পনা তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে ছিল না, অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সহ সমস্ত নগরগুলি তৈরীর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।নগর গুলি সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল-পশ্চিমের উঁচু দুর্গ এলাকা যা 'সিটাডেল' নামে পরিচিত এবং পূর্বের নিম্ন অঞ্চল। সিটাডেলগুলি সাধারণত মনুষ্যনির্মিত,সুউচ্চ ও বিশাল ঢিবির উপর নির্মিত হতো এবং এগুলি আকারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আয়তকার ছিল। দুর্গ এলাকায় সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বসবাস করতেন এবং পূর্বাঞ্চলে সাধারণ লোকেরা বাস করতেন। দুর্গ এলাকার চারিদিকে প্রাকার দিয়ে ঘেরা থাকতো। তবে কখনো কখনো নিম্ন অঞ্চল ঘিরেও প্রাকর দেওয়া হত, যেমনটি হয়েছিল কালীবঙ্গানে। আবার লোথালে দুর্গ ও নিম্নাঞ্চল ঘিরে একটি বড় প্রাকার দেওয়া ছিল। অনেক সময় দুর্গ এলাকার চারিদিকে প্রাকার ছাড়াও পরীখার বেষ্টনী থাকত। বাড়তি নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হত।

সেই সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়কে মাথায় রেখেই বাড়ি নির্মাণ করা হত।যেসব জায়গায় বন্যার আশঙ্কা থাকতো সেই সব স্থানে উঁচু মঞ্চ তৈরি করে তার উপরে বাড়ি নির্মাণ করা হত।বাড়ি গুলির মধ্যে কোনওটি একতলা,কোনওটি দোতলা,আবার কোনওটি তিন তলাও।বড় বড় বাড়ি যেমন ছিল তেমনি ছিল

ছোট ছোট খুপরি। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় থাকত অট্টলিকার সাড়ি।সেখানে সাধারণত ধনী ব্যক্তিরা বাস করতেন। নিম্নাঞ্চলের উপকণ্ঠে গড়ে উঠেছিল খুপরির মত বস্তি। এগুলিতে সাধারণত শ্রমিক ও গরীব লোকেরা বাস করত।ঐতিহাসিক ডি.ডি.কোশাম্বী সঙ্গত কারণেই বলেছেন যে হরপ্পায় ও মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন ধরনের বসতবাড়ি প্রমাণ করে যে তৎকালীন সমাজে শ্রেণীবিভাজন ছিল।

হরপ্পায় ইমারত ও বসতবাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।অবশ্য পাথরের তৈরি বাড়ির নিদর্শন কচ্ছে ও সৌরাষ্ট্রে পাওয়া গিয়েছে।সেইসময় পোড়া ও রোদে শুকানো ইট উভয়ই ব্যবহৃত হত।জল নিকাশি নালা তৈরীর ক্ষেত্রে সাধারণত পোড়া ইটের ব্যবহার করা হত। এছাড়াও সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেদের বাড়িগুলি পোড়া ইট দিয়ে মজবুত করে তৈরি করা হত।এই ইট গুলি সাধারনত উষ্চতায় 7 সেন্টিমিটার,প্রস্থে 15 সেন্টিমিটার, ও দৈর্ঘ্যে 31 সেন্টিমিটার হত।হরপ্পার প্রায় সর্বত্র একই মাপের ইটের ব্যবহার কেবলমাত্র কারিগরি দক্ষতার প্রতিফলন নয়,এরদ্বারা সমসাময়িক সময়ে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণেরও আভাস পাওয়া যায়।নির্মিত বাড়ি গুলির সবগুলি বসবাসের জন্য ব্যবহার করা হত না,এদের মধ্যে বেশ কিছু পাবলিক হল ছিল।এইসব পাবলিক হল গুলিতে সম্ভবত সরকারি ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত।এছাড়াও বেশ কিছু দোকানঘরও ছিল।সেই সময় বাড়ির দেওয়াল গাঁথা হত মূলত কাদামাটি দিয়ে, কখনো বা তার সঙ্গে চুনো মেশানো হত।কাদামাটির সঙ্গে খর বা ঘাস মিশিয়ে দেয়ালে প্রলেপ লাগানো হত।

নগরাশ্রয়ী হরপ্পা-সভ্যতার বাসগৃহের আরও একটি উল্লেখনীয় দিক হল শৌচাগার,স্নানাগারের প্রাচুর্য, যা পৌরজীবনে স্বাস্থ্য ও পরিষ্ছনতা সম্বন্ধে সচেতনাতার স্পষ্ট পরিচয় দেয়।প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই অন্তত একটি করে স্নানাগার ছিল।কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য স্নানাগারও পাওয়া গিয়েছে।স্নানাগার গুলির পরিকল্পনার ছক দেখে মনে হয় যে হরপ্পীয়রা আধুনিক ভারতীয়দের ন্যায় স্নানের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করত। বাইরের দেওয়ালে ঝোলানো পোড়ামাটির নল থেকে মনে হয় দোতলা, তিনতলা তেও স্নানাগার ছিল।প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই একটি করে কুয়ো থাকত।এছাড়াও সাধারনের ব্যবহারের জন্য শহরের নানা স্থানে কুয়া থাকত। রাস্তায় নির্দিষ্ট আবর্জনাকুন্ডে বাড়ির জঞ্জাল ফেলা হত। বাড়ির দরজা সাধারণত রাস্তার দিকে না থাকায় রাস্তা দিয়ে কেউ সরাসরি বাড়িতে প্রবেশ করতে পারত না।বাড়িতে প্রবেশ করতে হত গলি পথ দিয়ে।অবশ্য কালীবঙ্গানে বেশ কিছু বাড়ির প্রবেশপথ রাস্তার দিকে পাওয়া গিয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান প্রধান নগর গুলিতে যে উন্নত জল-নিষ্কাশন ব্যবস্থা বলবৎ ছিল তা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। বসত বাড়ি গুলির স্নানাগার ও বৃষ্টির জল যাতে বাড়ি ও রাস্তায় জমা হয়ে আবর্জনা সৃষ্টি না করে সে ব্যাপারে বাসিন্দারা খুবই সচেতন ছিল। প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে সংযুক্ত ছোট ছোট নালার মাধ্যমে জল বাড়ির বাইরে আসত। প্রতিটি বড় রাস্তায় এমনকি বেশিরভাগ গলিতেও এক থেকে দু'ফুট গভীর ঢাকা নর্দমা থাকত।নর্দমার মাঝে মাঝে ম্যানহোল থাকত। সেখানে জল বাহিত আবর্জনা জমাহত এবং পরে তা পরিষ্কার করা হত। এছাড়াও কোনও কোনও শহরের রাস্তায় নির্দিষ্ট দূরত্বে আলোকস্তম্ভ বসানো হত।ঐতিহাসিক এ.এল.ব্যাসম মনে করেন যে এই উন্নত মানের জল নিকাশি ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব

নিশ্চয়ই কোন পৌরসংস্থার হাতে থাকত। তিনি আরো মনে করেন হরাপ্পাবাসীদের একটি অন্যতম নাগরিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে জল নিকাশি ব্যবস্থাকে গণ্য করা যেতে পারে।

হরপ্পা সভ্যতার রাস্তা গুলিও নাগরিক সভ্যতার ইঙ্গিত দেয়। প্রতিটি শহরে ছোট বড় নানা ধরনের রাস্তা ছিল এবং এই রাস্তাগুলি একই ধরনের ছক অনুসরণ করে করা হয়েছিল। প্রধান প্রধান রাস্তা গুলি সাধারণত সরল ও প্রশস্ত ছিল এবং চওড়ায় 2.74 থেকে 10.36 মিটার চওড়া ছিল। এই রাস্তাগুলির বেশিরভাগই পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করত,ফলে এক একটি শহর অনেকগুলি বর্গাকার ও আয়তাকার ব্লকে বিভক্ত হয়ে যেত। আধুনিক শহরে যেমন বড় বড় রাস্তাগুলি থেকে ছোট রাস্তা এবং সেগুলি থেকে শুরু গলি বের হয়, এই সভ্যতার রাস্তাগুলির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাড়িগুলি সাধারণত রাস্তা বা গলির একেবারে গা ঘেঁষে তৈরি হত। তাই যানবাহনের ধাক্কায় বাড়ির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য কখনও কখনও রাস্তার মোড়ে খুঁটি পোঁতা হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রেও হরপ্পিয়রা সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসরণ করেছিল।

হরপ্পা সভ্যতার নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হিসেবে মহেঞ্জোদারোর দুর্গ এলাকায় আবিষ্কৃত বৃহৎ স্নানাগারের উল্লেখ করা যেতে পারে। স্নানাগারটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 39 ও 23 ফুট এবং গভীরতা 8 ফুট। স্নানাগারটির জলাশয়ে ওঠানামার জন্য দুদিকে সুন্দর সুন্দর সিঁড়ি ছিল। বাইরে অবস্থিত স্থানীয় একটি কুয়ো থেকে জলাশয় টিতে জল আসতো। আবার ওই জল নিষ্কাশিত হতো অন্য একটি নালা দিয়ে। জলাশয় টির চারপাশে ছিল ঘেরা বারান্দা। বারান্দা সংলগ্ন কয়েকটি ছোট ছোট ঘর ছিল স্নানার্থীদের জামাকাপড় বদলাবার জন্য। অনেকে মনে করেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় পূর্ণ্যার্থীরা এই পুকুরের জলে স্নান করত। এই স্নানাগার এর কাছে একটি বৃহৎ আকারের বাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে অনেকে মনে করেন এই বাড়িটি ছিল সম্ভবত প্রধান পুরোহিতের। আবার এমনও হতে পারে এই বাড়িতে অনেক পুরোহিত বাস করতেন।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত দুটি শস্যাগার হরপ্পা সভ্যতার নাগরিক বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। গ্রাম অঞ্চলে উৎপাদিত শস্যের উদ্বৃত্ত আজও যেমন শহর এলাকায় প্রেরিত হয় ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল প্রাচীনকালে। গ্রামীন অর্থনীতির উপর শহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধি যে অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল তা এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হরপ্পার কেন্দ্রস্থলে 51.51×41.14 মিটার দীর্ঘ এক বিরাট শস্যাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শস্যাগারটি দুটি ব্লকে বিভক্ত। ব্লক দুটির মাঝখানে 7 মিটার লম্বা একটি বারান্দা ছিল। প্রতি ব্লকে ছয়টি করে হলঘর ছিল এবং এই হল ঘর গুলিতে শস্য ভরে রাখা হত। হল ঘর গুলোর দক্ষিণে ইটের তৈরি এক সারি মঞ্চ আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে মেঝের খাঁজে পড়ে থাকা জব ও গবের দানা থেকে অনুমান হয় মঞ্চগুলিতে শস্য ঝাড়ায় মাড়াই করা হত। ফসল মাড়াই এর জায়গাটির সঙ্গে সংযুক্ত দুটি সারিতে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠুরি পুরোতাত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বেশিরভাগ পুরাতাত্বিক মনে করেন যে এই ছোট ছোট ব্যারাক বা কুঠরি গুলিতে মজুর বা শ্রমিকরা বাস করত। মহেঞ্জোদারোতেও একটি বড় শস্যাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক পন্ডিতই স্বীকার করেছেন যে এ ধরনের সুপরিকল্পিত শস্যাগার খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায়নি।

সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা আধুনিক যুগের মতোই উন্নত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। সুষ্ঠু নাগরিক পরিকল্পনা নগরবাসীকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাত্রা উপহার দিয়েছিল। প্রাচীন যুগের এমন উন্নত নগর পরিকল্পনা শুধু প্রাচীন ভারত নয় সমগ্র বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতার এক অনন্য নজির। হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় ও নগর জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত নিয়ে দ্বিমত নেই। বিশাল এক এলাকায় সুদীর্ঘ পাঁচ বা ছয় শতক ধরে নগরজীবনে এক সুউচ্চ মান বজায় রাখার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল একটা শক্তিশালী দক্ষ প্রশাসন। যদিও মিশরের পিরামিডের মত চমকপ্রদ সৌধ হরপ্পা সভ্যতায় অনুপস্থিত তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হরপ্পা তার নগর জীবনের স্বকীয়তার জন্যই অনন্য।